Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 31mint.
ID: IDI_AMR107_HH_U_25July 17
Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Female	35	Class-V	Caregiver	15000	NO	65 Years-Female	Bangali	Total=6; Husband-Wife (Res), Son, Mother-in-law, Brother-in-law and sister-in-law

প্রশ্নকর্তাঃ আসসালামুয়ালাইকুম, আমি এসেছি, ঢাকা মহাখালি কলেরা হসপিটাল থেকে। আমার নাম....., আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করতেছি তা হল মানুষ ও বাসা বাড়ি সমুহে মানুষ ও পশু পাখি যেগুলো আছে, সেগুলো অনেক সময় অসুস্থ হয়, এই অসুস্থতার সময় আমরা কোথায় যায়, কার কাছে যায়, কি পরামর্শ নিই, কি ধরনের চিকিৎসা নিই, এবং এই গুলোর জন্যে কোন এন্টিবায়োটিক লাগে কিনা, এই কতগুলো বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলব, তো আমরা আসলে জানতে চাইব যে, ভবিষ্যতে এন্টিবায়োটিকের যাতে যতাযত বা নিরাপদ ব্যবহার করা যায়, এই জন্যে সরকারকে পলিসি লেভেলে যাতে এই বিষয়টা আসে সে জন্যে আমরা আসছি। এখান থেকে যে তথ্যগুলো আমরা পাব, সেগুলো জনসাধারণ যাতে নিরাপদ ভাবে বা যতাযত এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার করা হয়, সেটার জন্যে আমরা কাজ করতেছি, আপা, এতক্ষণ আমরা যে কথা গুলো বললাম সে কথাগুলো এখানে লিখিত আকারে আছে, তো আপনি কি আমার সাথে কথা বলতে রাজী আছেন?

উত্তরদাতাঃ কন (বলেন)।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, ধন্যবাদ। আমাকে একটু বলবেন আপনার এখানে এই পরিবারে কে কে আছে?

উত্তরদাতাঃ আমার শাশুড়ি, এক ছেলে, ননদ, দেবর আর আমরা দুই জন।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কি করেন?

উত্তরদাতাঃ আমি সংসারে কাজ কাম করি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার শাশুড়ি কি করেন?

উত্তরদাতাঃ উনি কি করবে, উনার একবার স্ট্রোক হয়েছে, উনাকে উনার ছেলেরা কিছু করতে দেয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনাদের ইনকাম কেমন? আয় রোজগার কেমন?

উত্তরদাতাঃ ওই তো কইলাম ইনকাম মোটামুটি, খাইয়া লইয়া, ঘর ভাড়া দিয়া সমান সমান।

প্রশ্নকর্তাঃ ইনকাম কে করে?

উত্তরদাতাঃ দুই জন করে। এক জন কাম করে ঘরভাড়া দেয় আর এক জন ডেইলি খাওন চালায়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো লইয়া থুইয়া তো সমান, কিন্তু ধরেন দুইজনের ইনকামে কত আসে?

উত্তরদাতাঃ কইলাম না ঘরভাড়া দিয়া খাইয়া লইয়া সমান সমান ।

প্রশ্নকর্তাঃ সমান সমান, কিন্তু বেতন কত?

উত্তরদাতাঃ ছোট জন পায় ছয় হাজার, আর উনি ডেইলির টাকা ডেইলি বাজার খরচ লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ হে কত পায় ডেইলি?

উত্তরদাতাঃ ওই গাদলা গুদলা হইলে কম পায়,

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আর সুবিধা (শুষ্ক সময়ে) হইলে পায়।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম হুম

উত্তরদাতাঃ দুই তিনশ পায়।

প্রশ্নকর্তাঃ দুই তিনশ হয় তাই না?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে সব মিলাইয়া কত হবে?

উত্তরদাতাঃ পনের হাজার হইব

প্রশ্নকর্তাঃ তার মধ্যে ঘর ভাড়া টারা সব তাই না? ঘর ভাড়া কত দেন?

উত্তরদাতাঃ সাড়ে পাঁচ হাজার।

প্রশ্নকর্তাঃ এখানে কি মাঝে মধ্যে আর কেউ এসে থাকে?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, আপনার ঘরে কি কি জিনিস আছে? কি কি আছে?

উত্তরদাতাঃ কী আর থাকব। এই একটা ফ্রিজ আছে, একটা টিপি (টিভি), একটা ওয়ারড্রব আছে,

প্রশ্নকর্তাঃ আর খাট টাট?

উত্তরদাতাঃ খাট আছে একটা লোহার।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন একটু শুনব, আপনাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে, কি অবস্থা একটু বলেন তো পরিবারের সবাই কেমন আছে? ভাল বা সুস্থ থাকে কিনা?

উত্তরদাতাঃ আল্লাহর রহমতে এখন কোন অসুখ বিশুখ হয় না। মেঘ বৃষ্টি হলে ওই মেজো জনের ঠা ঠুন্ডা লাগে। আমার শ্বাশুড়ির এক বার স্ট্রোক হয়ে গেছে, এখন আবার আল্লাহ কোন সময়ে কি করে, বলতে পারি না।

প্রশ্নকর্তাঃ কার কথা বললেন যে মেঘ বৃষ্টি হলে অসুস্থ হয়?

উত্তরদাতাঃ বাহিরে গেছে এখন ঘরে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, এই মুহূর্তে কি কেউ অসুস্থ আছে? জ্বর ঠান্ডা বা সর্দি কাশি এই রকম কি কিছু আছে?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ এই রকম কেউ নাই?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, তো ধরেন আপনারা তো সংসারিক কাজ কর্ম করেন, এই রকম কাজ কর্ম করতে গিয়ে হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়েছিল?

উত্তরদাতাঃ না। আমার শ্বাশুড়ীর মাঝে মধ্যে অসুস্থতা হয়। ঘাম দিয়া মাথা ঘুরায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এই অসুস্থতার সময় আপনারা কোথায় যান? কি করেন?

উত্তরদাতাঃ এমনিতে বড়ি বুড়ি আইনা খাওয়াই।

প্রশ্নকর্তাঃ কোথায় থেকে আনেন?

উত্তরদাতাঃ এই যে খোলা ডাক্তার দুক্তারের কাছ থেকে এনে খাওয়াই।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে বড়ি বুড়ি লাগবে এই সিধান্ত কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ ওই যে বড় জন যে গাড়ি চালায় সে নেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কখন কিভাবে এই সিধান্তটা নেন একটু বলেন?

উত্তরদাতাঃ এখন যে থাকে সেই নেয়, যে আগে আসে সেই নেয়। যে পাছে আসে সে তো আর নিতে পারে না। বুজলেন না।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে অসুস্থ ব্যক্তিকে নিয়ে আপনারা কোথায় যান?

উত্তরদাতাঃ আমার শ্বাশুরির এক বার ইয়ে হয়েছে তখন ধানমন্ডীর হসপিটালে নিয়েছিল। ওই যে স্ট্রোকের সময়। ওখান থেকে আসার পর থেকে ভালই আছে। দুই বছর আগে হয়েছে ওইটা।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম

উত্তরদাতাঃ এখন আর ওই রকম কিছুই হয় নাই আর কি।

.....৫.১০মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, এইটা তো গেল এক জনের ক্ষেত্রে, এই মুহূর্তে কেউ যদি আপনার ঘরে অসুস্থ হয় তাহলে তাকে আপনারা কোথায় নিবেন?

উত্তরদাতাঃ বাহিরের ডাক্তার খানায় নিব তাড়াতাড়ি কইরা, কি আর করব।

প্রশ্নকর্তাঃ বাহিরের ডাক্তার খানা বলতে কোথায়?

উত্তরদাতাঃ এই যে এই দিকে আসে পাশে আছে, এই দিকে আছে ওই দিকে আছে। টাকা দিয়াই ওষুধ নিয়া আসি। টাকা ছাড়া তো আর ওষুধ দেয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ কে যায় এই ওষুধ আনতে?

উত্তরদাতাঃ আমরাই যায়, যে যখন সময় পায় সেই যায়, পুরুষেরা যায় তারা বাসায় না থাকলে মহিলারাও যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এদের কাছে কেন যান?

উত্তরদাতাঃ হুম?

প্রশ্নকর্তাঃ এদের কাছে যান কেন?

উত্তরদাতাঃ কই আর যামু, সেটা বলেন?

প্রশ্নকর্তাঃ কই যাবেন সেইটা ভাল প্রশ্ন করছেন। কিন্তু আপনারা এখানে যান কেন?

উত্তরদাতাঃ যাই, রোগ ভাল করার জন্যেই যায়। যাতে ভাল হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম

উত্তরদাতাঃ ওষুধ দেয়, রোগ ভালোর জন্যে, তাই যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এদের কাছে গেলে কি ভাল চিকিৎসা পান? কি অবস্থা? কেমনে যান বলেন তো একটু।

উত্তরদাতাঃ একবার গেছিলাম ওষুধ দিয়েছে ভাল হয়েছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এটা কাদের কাছে গিয়েছিলেন?

উত্তরদাতাঃ এই দিকে একটা ডাক্তার আছে, কী নাম জানি, মনে নাই, হের কাছে যায়, চেনা পরিচিত আরকি। আমাদের কিছু হইলে আমরা সেখানেই যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা সেখানে গিয়ে কি বলেন?

উত্তরদাতাঃ গিয়ে বলি এই রকম এই রকম আমাদের এই অসুখ হয়েছে, ওই ওষুধ দেয়, ওষুধ খেলে ভাল হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ ওই ওষুধ গুলো তারা কিভাবে দেন?

উত্তরদাতাঃ আমাদের কাছ থেকে শুনে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এইটা কি কোন কাগজে লিখে বা প্রেসক্রিপশন করে দেয়?

উত্তরদাতাঃ না লিখে দেয় তো স্লিপে,

প্রশ্নকর্তাঃ তখন কি তারা কোন টাকা পয়সা নেয়? ভিজিট নেয়?

উত্তরদাতাঃ না, ভিজিট নেয় না। এমনিতেই দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এরা কি এম বি বি এস ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ না এদের এত পড়া লিখা নাই। ভাল ডাক্তার এত পাওয়া যায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাল ডাক্তার পাওয়া যায় না?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে কোথায় পাওয়া যাবে ভাল ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ পাওন যায় আরকি, ওই যে ইস্টিশন আছে না, মেয়ের অসুখ হইলে আমরা সরকারি হসপিটাল ওখানেই যায়। একজন বড় ডাক্তার আছে না উনি লিখে দিব তখন আমরা বাহির থেকে ওষুধ নিয়ে আসি। ওখান থেকেই বেশির ভাগ ওষুধ নিয়ে আসি। ওখানে বড় ডাক্তার আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে ভাল ডাক্তার কাকে বলবেন?

উত্তরদাতাঃ ওই যে বড় ডাক্তার হেরাই তো ভাল ডাক্তার।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা তো গেল, ডাক্তারের কথা, এখন যদি কোন ওষুধ লাগে ধরেন ডাক্তারের কাছে গেলেন ডাক্তার লিখে দিল, তো ওষুধ গুলো কোথায় থেকে আনেন?

উত্তরদাতাঃ ওষুধ তো ওই ইয়েতেই দেয় চেম্বারে দেয়, স্লিপ দিয়া দেয়, হেরা লেইখ্যা দেয় আমাদের স্লিপ দিয়া দেয়, আমরা ওখান থেকে কিনা আনি। বুঝেন নাই?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ, এটা কোথায়?

উত্তরদাতাঃ এটা ওই ইস্টিশন রোড। ওই যে টঙ্গী ইস্টিশন চেনেন না? ডাক্তার- ওই যায়গা। ওখান থেকে মাগনাও কত দেয়, আর না থাকলে স্লিপ লেইখ্যা দেয়। তারপর আমরা বাহির থেকে নিয়া আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ বাহিরে কোথায় থেকে আনেন?

উত্তরদাতাঃ ওই যে ওই পাড়ে যে ডাক্তার গুলি, ওখান থেকে আনন লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ ইস্টিশন রোডের ওগুলো কি দোকান?

উত্তরদাতাঃ এই গুলো কম্পাউন্ডারের ওষুধ দোকান, এদের স্লিপ দিলে এরা ওষুধ দেয়। আর ওখান থেকে আমরা ডাক্তার দেখাইয়া আনি। বড় ডাক্তার।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা

উত্তরদাতাঃ ওখান থেকে ডাক্তার দেখাইয়া যদি ওদের কাছে যদি সরকারি ওষুধ থাকে তাহলে দেয় না থাকলে স্লিপ লেইখ্যা দিব তখন বাহির থেকে কিনা আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ সর্বশেষ কাকে নিয়া গেছেন, এই ডাক্তারের কাছে?

উত্তরদাতাঃ আমার শ্বাশুড়ি গেছে, আমার ছেলে গেছে,

প্রশ্নকর্তাঃ একে বাড়ে শেষ কাকে নিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ আমার ছেলেকে, নাতিরে (পাশ থেকে কেউ বলছে)। এইটার শরীর ভাল থাকে না। এইটা হয়েছে যখন তখন থেকে খালি জ্বর ঠান্ডা, এইটা ওইটা লাইগা ছিল। পাতলা পায়খানা হয়েছিল এক বার গিয়েছিলাম মহাখালি,

প্রশ্নকর্তাঃ হুম

উত্তরদাতাঃ ওখান থেকে ওষুধ দিয়েছিল খাই ভাল হয়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এখানে কি কি ধরণের ওষুধ পাওয়া যায়?

উত্তরদাতাঃ এ তো বলতে পারব না। এত ওষুধের নাম তো কইতে পারব না।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধের নাম বলতে পারবেন না? কিন্তু আপনি যেটার জন্যে যান সেগুলো কি পান?

.....১০.০০মিনিট.....

উত্তরদাতাঃ এই যে স্লিপ লেইখ্যা দিলে ওই ডাক্তারের কাছ থেকে কিনে আনি। আর এই দিকে আবার পাওয়া যায় না, ইস্টিশন রোড ছাড়া।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই দিকে না পেলে তখন কি করেন?

উত্তরদাতাঃ হে দিক থেকে আনন লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওখানে কিভাবে যান? কত টাকা খরচ হয়, কেমনে যান একটু বলেন তো।

উত্তরদাতাঃ ওই অটো তে যায় গা, অটো যাইতে পাঁচ টাকা আইতে ধরেন আট টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ তো কয়টা ওষুধের জন্যে এত টাকা খরচ করে যান?

উত্তরদাতাঃ ভালোর লাইগা যায়। (হাসি) যাতে রোগটা ভাল হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ রোগটা যাতে ভাল হয়,

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, তো এই গুলো কি আপনাদের এলাকার আসে পাশে এখানে পান না?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম? তো আপনারা কোন সময় ওখানে যান আর কোন সময় এখান থেকে কিনেন?

উত্তরদাতাঃ বেশি ইয়ে হলে যায়গা ওই দিকে, আর যদি কম হয় তাহলে এই দিক থেকে আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম, কম বলতে কোনটা কে বুঝাইতেছেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বর ঠান্ডা,

প্রশ্নকর্তাঃ আর বেশি?

উত্তরদাতাঃ আর নিউমোনিয়া বেশি দাঁড়াইয়া গেলে গা। তখন বড় ডাক্তারের কাছে যেতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, তো এই রকম আপনার ঘরের সর্বশেষ কাকে নিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ আমি দৌড় পাড়ি কেউ অসুস্থ হইলে। আর শ্বাশুরির অসুস্থতা হলে তার ছেলেরা যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন একটু বলেন তো এন্টিবায়োটিক কি? এন্টিবায়োটিকের নাম শুনছেন? এইটা কি জানেন?

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক কী, জ্বরের এইটা। এইতো। জ্বরের জন্যে না এইটা?

প্রশ্নকর্তাঃ এইটার নাম শুনছেন?

উত্তরদাতাঃ নাম তো শুনছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি জন্যে দেওয়া হয়?

উত্তরদাতাঃ জ্বরের লাইগা দেওয়া হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বরের লাইগা দেয় না?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কয়দিনের জন্যে দেয়, কিভাবে দেয় একটু বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ জ্বর মনে করেন বেশি থাকলে দুই দিনের জন্যে দেয় তিন দিনের জন্যে দেয়। আবার যদি কইমা গেলে তো গেল না কমলে আবার যায় আনতে হয়। আবার দুই দিন বাড়াইয়া দেয়। এই রকম আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ আমরা এন্টিবায়োটিক কেন খায়? কি জন্যে এন্টিবায়োটিক দেয়?

উত্তরদাতাঃ কেউ তো বলে জ্বর কমার জন্যে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বর কমার লাইগা?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, আর অন্য কোন ধরণের অসুস্থতার জন্যে এইটা কি ভাল কাজ করে?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি বলতেছেন আর কোন ধরণের অসুস্থার জন্যে এইটা ভাল কাজ করে না?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা। এইটা শরীরের ভিতর কিভাবে কাজ করে আপনি সেটা জানেন?

উত্তরদাতাঃ ওই যে কাঁপাইয়া জ্বর আইলে ওষুধ তা খাওয়াইলে একটু কাজ করে, আরাম পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম

উত্তরদাতাঃ হের লাইগা খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ডাক্তাররা এইটা কখন দেয়?

উত্তরদাতাঃ জ্বর আসলে দেয়

প্রশ্নকর্তাঃ এটা যখন আনতে যান, তখন কি প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম? তাহলে কিভাবে আনেন?

উত্তরদাতাঃ হেরাই দেয়, আমরা কি আর বুঝি। যাইয়া বিল যে জ্বর আইছে। দিয়া দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনি কিভাবে জানলেন যে এইটা এন্টিবায়োটিক? এইটা যে এন্টিবায়োটিক এইটা কিভাবে জানছেন?

উত্তরদাতাঃ মানুষে বলে,

প্রশ্নকর্তাঃ তারমানে মানুষের কাছ থেকে শুনছেন?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ আর কারো কাছ থেকে কি শুনছেন যে এইটা কে এন্টিবায়োটিক বলে?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ আর অন্য কোথাও থেকে কি শুনেছেন?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের কাছে গেলে জ্বর আসলে দেয় না এইটা?

প্রশ্নকর্তাঃ হুম, তো এন্টিবায়োটিক মানুষের শরীরে কিভাবে কাজ করে?

উত্তরদাতাঃ খাইলে কমে এইটা বুঝি, এখন কিভাবে কাজ করে এইটা তো আর জানি না।যেরকম আমার জ্বরের জন্যে আনলাম, খাইলাম, কমল।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম

উত্তরদাতাঃ আবার না কমলে, আবার যাইয়া বলতে হবে, তখন অন্য ওষুধ দিবে। ওইগুলো খাইলে জ্বর কমে।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কয় দিনের জন্যে দেয়, কিভাবে দেয়? একটু বলেন তো।

উত্তরদাতাঃ বেশি ইয়ে হইলে তিন দিন, চার দিন। আর যদি মনে করেন, আস্তে আস্তে ইয়ে হইলে দুই দিন কি তিন দিন, আর বেশি হইলে চার পাঁচ দিন।

প্রশ্নকর্তাঃ এই রকম সর্বশেষ এন্টিবায়োটিক কার জন্যে এনেছেন?

.....১৫.১০ মিনিট.....

উত্তরদাতাঃ ওইটা তো আমার ছেলের জন্যে আনছি তার জ্বর ছিল, ওর লাইগা আনছিলাম ওরে সিরাপ দিয়েছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা,

উত্তরদাতাঃ নাপা, সিরাপ।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ সিরাপ খাওয়াইলে কমছে।

প্রশ্নকর্তাঃ নাপা সিরাপ?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা এন্টিবায়োটিক না। তাহলে কি এন্টিবায়োটিক কি এনেছিলেন তার জন্যে?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ ওই যে জ্বর কমার জন্যে কি এন্টিবায়োটিক এনেছিলেন? এন্টিবায়োটিক দিয়ে ছিল?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ খালি সিরাপ ই দিয়েছে, এই নাপা টা?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ এর সাথে কি অন্য কোন ওষুধ দিয়েছে?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ কয়টা ফাইল দিয়েছিল?

উত্তরদাতাঃ একটা। দুইটা ফাইল একটা জ্বরের জন্যে আর একটা ঠান্ডার জন্যে।

প্রশ্নকর্তাঃ ঠান্ডার ওইটার নাম কি?

উত্তরদাতাঃ কি জানি

প্রশ্নকর্তাঃ কি আছিল সেইটা?

উত্তরদাতাঃ কইতে পারি না। এমনিতে ওইটা সাদার মতন ছিল ওইটা। আর নাপা টা দিয়েছিল লাল। সিরাপ ওইটা।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ওইটা কয় দিন খাওয়াইতে বলেছিল? কিভাবে বলেছে, একটু বলেন তো।

উত্তরদাতাঃ হুম, তিন দিন কইরা খাওয়াইতে বলছিল। বলছিল খাওয়া কমলে আবার যেতে। তারপর খাওয়ানোর পর আর যাই নি। জ্বর কইমা গেছে তাই আর যায় নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ পুরোটাই খাওয়াইছিলেন?

উত্তরদাতাঃ পুরাটা বেশি খাওয়াই নাই, জ্বর কমে গেলে আর খাওয়াই না, ভাল হয়ে গেলে আর খাওয়াই না।

প্রশ্নকর্তাঃ ওই যে আর একটা যে দিয়েছিল সাদা ওইটা কি পাউডার জাতীয় ছিল? নাকি? কিভাবে মিশাইছেন?

উত্তরদাতাঃ পাউডার না ওইটা। ওইটা এমনি সাদাই।

প্রশ্নকর্তাঃ সাদা সিরাপ ছিল না?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কিসের জন্যে দিয়েছিল?

উত্তরদাতাঃ ঠান্ডার জন্যে,

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, আপনি একটা জিনিস বলতেছিলেন যে কমে গেলে আর খাওয়ান না,

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ কমে গেলে আর খাওয়ান না কেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বর থাকে না, এর জন্যে আর খাওয়াই না।

প্রশ্নকর্তাঃ ধরেন এক জন ডাক্তার বলেছে যে পাঁচ দিন খাওয়াইবা, কিন্তু আমার তিন দিন খাওয়াইলাম, আর দুই দিন তো খাওয়াই নাই, তাহলে কেন আমরা খাওয়াচ্ছি না?

উত্তরদাতাঃ কই কি যে জ্বর টা তো কমে গেছে, আর কি খাওয়ামু, খাওয়াইলে আর কি ভাল হয়,

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এইটা কি খাওয়ানোর দরকার মনে করেন না আপনি?

উত্তরদাতাঃ বাচ্ছারাও খেতে চায় না, ওষুধ খাইতে খাইতে আর খাইতে চায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ তখন কি করেন আপনারা এটা কে?

উত্তরদাতাঃ ওইটা আর খাওয়াই না।

প্রশ্নকর্তাঃ ওই যে রইয়া গেল, ওই ওষুধ টা কে আপনারা কি করেন?

উত্তরদাতাঃ ওই গুলো ফালাইয়া দি, অনেক দিন হইলে ওইগুলো ফালাইয়া দি। ওইটা তো আর খাওয়াই না।

প্রশ্নকর্তাঃ আর খাওয়ান না, তো এই রকম কি কখনও হয়েছে যে এই রকম সাত দিনের দিয়েছে তিন দিন খাওয়াইছেন, আর চার দিন খাওয়ান নাই কিন্তু রাইখ্যা দিয়েছেন পরে আবার খাওয়াবেন বলে, ভবিষ্যতে খাওয়ানোর জন্যে রেখে দেন?

উত্তরদাতাঃ না না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ ডেট জাইগা না ওষুধের, ওইটা আর খাওয়াই না।

প্রশ্নকর্তাঃ ডেট গেলে কি হয়?

উত্তরদাতাঃ ডেট গেলে আবার এইটা খাওয়াইলে মানুষ মারাও যেতে পারে, এইগুলো আর খাওয়াই না।

প্রশ্নকর্তাঃ এমনিতে ঘরে কি কোন ওষুধ এনে রাখেন?

উত্তরদাতাঃ না, কোন ওষুধ এনে রাখি না।

প্রশ্নকর্তাঃ ঘরে কোন ওষুধ এনে জমা করে রাখেন না? পরে দরকার হইলে খাবেন না অন্য কাউকে খাওয়াবেন?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ ওই যে ডেটের কথা টা বললেন, ডেট ফেল বা মেয়াদউর্ত্তীনতার তারিখ বলতে আপনি কি বুঝেন?

উত্তরদাতাঃ ওই অনেক দিন হয়ে গেলে এইটা আর খাওয়ানো যাবে না।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম

উত্তরদাতাঃ পরে ফালাইয়া দি। এইটা খাইয়া যদি বাচ্চার বা অন্য কারো যদি আবার কিছু হয় টাই ফালাইয়া দি।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধের মেয়াদ বলতে কি বুঝেন?

উত্তরদাতাঃ ঐযে দিয়া রাখে সাত দিন, আমরা কয় দিন খাওয়ানোর পরে যদি দেখি শরীর টা ইয়ে হয়ে গেছে তখন আর খাওয়াই না, ভাল হয়ে গেছে,

প্রশ্নকর্তাঃ ভাল হয়ে গেলে আর খাওয়ান না?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে আপনি কি মনে করেন যে এই গুলো খাওয়ানো দরকার? কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ উত্তর নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা শেষ করার দরকার আছে কিনা? এই যে পুরা ওষুধটা শেষ করার দরকার আছে কিনা?

উত্তরদাতাঃ বাচ্চার দের ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা কাজে কামে ব্যস্ত থাকি, আবার সুস্থ হয়ে গেছে এই জন্যও খাওয়াই না। পরে দেখা যায় থাইকা যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ ডাক্তার যে কয় দিন খাওয়ানোর কথা বলেছে ওই কয় দিন কি খাওয়ান?

উত্তরদাতাঃ হেরা তো দিয়া দেয় এক সাপ্তার, একসাপ্তার মধ্যে খাওয়াই চার দিন খাওয়াই, তিন দিন, চার দিন, ভাল হইলে বললাম না আর খাওয়াই না,

.....২০.০০ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে ওষুধগুলো নিয়ে আসেন, আপনারা নিয়ে এসে যে খাওয়াইছেন বা পানি খান বা আপনার পরিবারের যারাই অসুস্থ হয়, এই গুলো খাওয়ানোর পরে আপনাদের কাছে কেমন লাগে?

উত্তরদাতাঃ ভালই লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ এই গুলো খেয়ে কি আপনারা খুশি আছেন? মানে ওষুধ খাইয়া আপনাদের কেমন লাগে?

উত্তরদাতাঃ ভালই লাগে, শরীর খারাপের লাইগাই তো আনি, তাহলে এইটা ভাল হবে না। আর খারাপ হইলে তো আবার ফিরাইয়া যাইবার লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ একটা হল যে ওষুধ খেয়ে ভাল হয়ে যাওয়া আর একটা হচ্ছে ওষুধ খেয়ে আমার ভাল লাগে, আমি এখন খুশি আছি, আপনার কাছে কোনটা মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ ভাল হইলে তো খুশিই। শরীর ভাল হয়ে গেছে তো খুশি। আর খারাপ হইলে তো আবার ফিরে যেতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ ফিরে গিয়ে কি বলেন?

উত্তরদাতাঃ বলি যে ভাল হয় নাই, আবার ওষুধ দেন, একবার তো বাচ্চার নিউমনিয়া হয়ে গেছিল, পরে এই সব ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ করছিলাম কিছুই হয় নাই। পরে টঙ্গি হসপিটালে গেছি বলে দুইটা সিরাপ দিয়েছিল, একটা নাকের ড্রপ দিয়েছিল আর একটা মনে করেন দিয়েছে ঠান্ডার। এই দুইটা জিনিস দেওয়ার পরে কমছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কত দিন আগে?

উত্তরদাতাঃ এই টা আর বছর (গত বছর)।

প্রশ্নকর্তাঃ আর বছর ছিল? তারমানে গত বছর ছিল?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ তো ওই সময় কি হয়েছিল?

উত্তরদাতাঃ বাচ্চার ঠান্ডা লাগছিল। নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছিল। তখন এই ডাক্তার বলছিল সুই (ইঞ্জেকশন) দিতে হবে পরে আমরা দেই নাই। ছোট বাচ্চা আমরা সুই দিব কেন পরে আমরা ইস্টিশন রোডে নিয়ে গেছিলাম। ওখানে নাম লেখাইয়া স্পিচপ দিয়া দিছে। খালি ড্রপ আর সিরাপ আনা লাগছিল। পরে ঠান্ডার সিরাপ দিয়েছে আর নাকের ড্রপ দিয়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক কি কখনও মানুষের ক্ষতি করতে পারে?

উত্তরদাতাঃ কেমনে বলব।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ জ্বর আসলে তো মানুষে খায়, খাইলে সেটা ক্ষতি করবে কিনা সেইটা তো আর আমি বলতে পারি না।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, ওষুধ কি মানুষের ক্ষতি করে?

উত্তরদাতাঃ না, ডাক্তার মনে করে রোগ দেইখ্যা ওষুধ দিবে না এইটা, রোগ দেইখ্যা ওষুধ দিলে যদি অসুখ ভাল হয় তাহলে ওষুধে কিভাবে ক্ষতি হয়? ওষুধ দিতে হবে ভাল, ডাক্তার দেইখ্যা দিবে।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে ডাক্তারের কাছে যান, আপানার কাছে কি মনে হয় তারা কি ভাল ওষুধ দেয়? এই ওষুধ খেয়ে আপনারা কি ভাল হয়ে যান?

উত্তরদাতাঃ আমারা তো ভাল হয়েছি,

প্রশ্নকর্তাঃ আমরা তো ডাক্তারের কাছে যায়, ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার কি করে?

উত্তরদাতাঃ রোগ দেইখ্যা ওষুধ দেয়,

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ, কিভাবে দেখে রোগ?

উত্তরদাতাঃ ওই যে কি জানি আছে, পাইপ দিয়া দেখে,

প্রশ্নকর্তাঃ পাইপ দিয়া দেখে, প্রেশার মাপে, হ্যাঁ, আর কি করে।

উত্তরদাতাঃ প্রেশার মাইপা দেখে তারপর সেই অনুপাতে ওষুধ দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে এইগুলো দেখে এই গুলো দেখে কি উনারা কিভাবে ওষুধ লিখে?

উত্তরদাতাঃ ওষুধ লিখা দেয়, স্লিপ দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন এই যে লিখা দেয়, কোনটা এন্টিবায়োটিক আর কোনটা এন্টিবায়োটিক না এইটা আপনারা কিভাবে বুঝেন?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তাররা দেখাইয়া দেয়, কয় টাইমে খাইব না খাইব সব বলে দেয়। দুই বেলার ওষুধ দুই বেলা তিন বেলার ওষুধ তিন বেলা। আর যদি রাতে খাইতে বলে রাতের টা রাতে, সকালের টা সকালে,

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে ডাক্তাররা এইটা দেখাইয়া দেয়, বুঝাইয়াও দেয় কি?

উত্তরদাতাঃ হুম।

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে বুঝাইয়া দেয়?

উত্তরদাতাঃ স্লিপ দিয়া লেইখ্যা দেয়,

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা আপনারা পড়তে পারেন, বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতাঃ না পারলে অন্যদেরকে দেখায়। তারা বলে দেয় এই ভাবে খাইবা,

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি আপনারা মেনে চলেন? যে কয় দিন খাইতে বলছে সে কয় দিন খান কিনা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ, খায়।

প্রশ্নকর্তাঃ খাওয়ার পরে কি হয়?

উত্তরদাতাঃ ভাল হয়, সুস্থ্য হয়।

.....২৫.০১মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ তো ওই যে এন্টিবায়োটিকের কথা বলতেছিলাম, আপনার কি এমন কোন ওষুধ পছন্দ আছে কিনা, যেটা খেলে আপনার ভাল লাগে, এইটাই আপনাকে কিনতে হবে?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার না দেখাইয়া আমরা ওষুধ খায় না। আন্দাজে কোন ওষুধ খায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে আন্দাজে কোন ওষুধ খান না?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনি কিভাবে ওষুধ খান?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার দেখাইয়া খায়। ডাক্তারে যেটা খাইতে বলবে সেইটা খায়।

প্রশ্নকর্তাঃ ডাক্তারের পরামর্শে, যেটা দেয় সেইটা আপনারা নিয়া আসেন। এইচ্ছা। আই ডাক্তার কোথায় বসে?

উত্তরদাতাঃ ওই যে বড় ডাক্তার। ইস্টিশনে বসে।

প্রশ্নকর্তাঃ ইস্টিশনের ওখানে যান। বেশিই কি ওখানে যান? না আপনাদের কাছাকাছি যারা আছে তাদের ওখানেও যান?

উত্তরদাতাঃ বেশি জ্বর ঠান্ডা হইলে ওইখানে যায় (আশেপাশে), না কমলে বড় ডাক্তারের কাছে চলে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ বড় ডাক্তারের কাছে কয় দিনের দিন যান?

উত্তরদাতাঃ প্রথম যায় না, দুই এক দিন পরে যায়, ভাল না হইলে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাল না হইলেই যান, তাহলে প্রথম দিকে যান না কেন?

উত্তরদাতাঃ যায় না দূর দেইখ্যা,

প্রশ্নকর্তাঃ হুম

উত্তরদাতাঃ কাছে থাকলে দূরে আবার কে যাবে, বুঝেন না, দূর দেখে যায় না। পরে বাধ্য হয়ে যেতে হয়। না কমলে আবার যেতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে আপনার কাছে কি মনে হয়, ঘুইরা তো আবার যাইতেই হচ্ছে, তাহলে এখানে একবার ওষুধ খাচ্ছি, আবার ওখানে যাচ্ছি, ওখানে তো যাইতেই হচ্ছে, যদি এদের কাছে ভাল না হয়, ওখানে তো যাচ্ছি তাহলে প্রথমে ওখানে কেন যাচ্ছি না? একটা বলছেন দূর, আর কি অবস্থা?

উত্তরদাতাঃ কই যে কমলে তো বলি ভালই, না কমলে তো যান ই লাগে, হের মেয়ে (অন্য কাউকে নির্দেশ করে) নতুন এসেছে এখানে, খালি জ্বর আর জ্বর কমেই না, তখন ইস্টিশন থেকে ওষুধ আনছিল আর ভাল হয়েছে। এই দিক থেকে চার পাঁচশ টাকার ওষুধ খাওয়াইছে, ভাল হয় নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আমার প্রশ্ন হল তাহলে প্রথমে আপনারা ওখানে যান না কেন? এখান থেকে কেন ওষুধ নিচ্ছেন কেন? এদের থেকে নেয়ার কারণ টা কি?

উত্তরদাতাঃ হেরা তো বেচেই, ওই ডাক্তার (হসপিটালের) স্লিপ লেইখ্যা দিলে আবার তাদের কাছে পাঠায়, ওষুধের জন্যে। বড় ডাক্তাররা তো ওষুধ দেয় না। তারা শুধু লিখে দেয়। জ্বর ঠান্ডা, ব্যথার তারা শুধু লিখে দেয়। ওষুধ দেয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই ওষুধ টা আপনারা আনেন কোথায় থেকে?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার খানা থেকে আনি, এই ডাক্তার না দিলে আবার সেই ইস্টিশন রোড থেকে আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ ধরেন বড় ডাক্তার লিখে দিল তখন ওই কাগজ টা নিয়ে কি আপনারা এলাকায় চলে আসেন? না ওখান ?

উত্তরদাতাঃ ওখানে পেলে ওই খান থেকে আনি। এখানে চলে আসলে এখান থেকে আনি, এখানে না পাইলে আবার ওখান থেকে আনি। ইস্টিশন রোড থেকে।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, আইচ্ছ। তার মানে আপনারা এখানে চলে আসেন তার পরে এখানে না পেলে আবার ওখান থেকে ওষুধ গুলো কিনে আনেন। এখন আমি একটু শুনব, এন্টিমাইক্রবিয়াল রেসিস্টেন্ট বা এন্টিবায়োটিক রেসিস্টেন্ট জাতীয় অসুস্থতা সম্পর্কে আপনি শুনছেন?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ এটা কি আপনি তা জানেন? এন্টিমাইক্রবিয়াল রেসিস্টেন্ট কি?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি জানেন না , না? ওই যে আপনি যে বলতেছিলেন যে ওষুধ আর খাওয়ান না, আমরা যদি ওষুধের ডোজ টা কমপিণ্টট না করি, একটা কোর্স আছে না যে পাঁচ দিন সাত দিন খাওয়াইতে হবে, এইটা যদি আমরা না খাওয়াই, তাহলে কি কোন অসুবিধা হবে? আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ কি আর হবে? কোন অসুবিধা হয় না তো।

প্রশ্নকর্তাঃ ওই যে সাত দিনের কথা বলেছে, সাত দিন খাওয়াইতে বলেছে কিন্তু আপনি তো খাওয়াইছেন তিন দিন, এটা যদি না খাওয়ান, পুরা তা যদি শেষ না করেন তাহলে কি কোন অসুবিধা কিনা?

উত্তরদাতাঃ না,

প্রশ্নকর্তাঃ কোন অসুবিধা না? আইচ্ছা। এইটা কি কোন ধরনের সমস্যা তৈরি করবে? যদি আপনি পুরাটা শেষ না করেন।

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ আমরা যদি এই এন্টিবায়োটিকের পুরাটা কোর্স সম্পন্ন না করি, তাহলে এইটা কি আমাদের জন্যে কোন ক্ষতির কারণ হবে?

উত্তরদাতাঃ এইটা আমি জানি না।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি কোন ধরণের অসুস্থতা তৈরি করবে? ওই যে আমরা যদি ওইটা মেনে না চলি বা পুরাটা শেষ না করি।

উত্তরদাতাঃ মানুষে বলে যে ভাল হইলে আর খাওন লাগে না, পরে আর খাওয়াই না। ভাল হইয়া যায় গা, এইটা আর খাওয়াই না।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা তো মানুষের কথা বললেন, আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ আমরাও তো ওই হিসেবে আর খাওয়াই না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনিও খাওয়ান না, কিন্তু এইটা যে খাওয়াই নাই তাহলে এইটা কি আমরা ঠিক কাজ করতেছি কিনা? আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ এইটা তো ভাল হয়ে গেছে আর কি খাওয়ামু। এর জন্যেই আর খাওয়াই না।

প্রশ্নকর্তাঃ খাওয়ানোর দরকার মনে করেন কিনা?

উত্তরদাতাঃ দরকার নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কি মনে করেন, যেহেতু আপনার বাসায় এক জন মুরুব্বী আছে সেহেতু আপনার কাছে জানতে চায়, তাদের তো ওষুধ লাগে, যদি এইটা আমরা শেষ না করি এই যে এন্টিবায়োটিকের কোর্সটা, এইটা কি আমাদের জন্যে কোন ক্ষতির কারণ হবে কিনা?

উত্তরদাতাঃ এখন আমরা তো খাওয়াইয়া ফেলি আবার খাওয়াই না, ভাল হয়ে গেছে দেখি আর খাওয়াই না।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, ভাল হয়ে গেছে দেখে আর খাওয়ান না, ঠিক আছে আপা, আমদের এই পর্যন্তই। আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে আমার কাছে তাহলে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আসসালামুয়ালাইকুম।

.....শেষ.....